12

তারিখ 22 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

...ক জনকণ্ঠ

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পদ্ধতি সম্পর্কে এখনই ঘোষণা দেয়া উচিত

সুমন

বুয়েট, মেডিক্যাল, ইউনিভার্সিটি—এ তিনটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষার গুরুত্ব যে কোন বোর্ড পরীক্ষার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা নিছক ভর্তি পরীক্ষাই নয় যে কোন ছাত্রের ভবিষ্যত জীবনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা বোধ হয় জানেন না, এ পরীক্ষা একজন ছাত্রের জীবনে কতটা ভাঙ্গন-গড়ন এনে দিতে পারে। যদি জানতেন, তবে তাঁরা এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এক্সপেরিমেন্টে যেতেন না।

বিগত বছরগুলোতে দেখা গেছে ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা তাদের খেয়ালখুশিমতো System পাল্টাচ্ছেন। এই পরীক্ষা পদ্ধতি পাল্টানোর আবার কোন রীতি-নীতি নেই। হয়ত পরীক্ষার ৫ দিন বাকি আছে; অমনি কর্তা ব্যক্তির কি মনে হলো এক কথায় পরীক্ষা পদ্ধতি পাল্টে দিলেন। এ ধরনের কাজের প্রতিক্রিয়া যে কী এবং তার দরুন ছাত্রদের যে কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁরা একেবারেই বেখেয়াল। '৯৫ সালের একটা ঘটনার কথা মনে আছে। সেবার কলেজ ভর্তি সম্বন্ধে সরকার ঘোষণা দিলন যে কোন কলেজেই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে না। এ ঘোষণাটি দেয়া হয়েছিল ভর্তি পরীক্ষার ৬/৭ দিন আগে। এর মধ্যে সব ছাত্রছাত্রীই প্রচুর টাকা দিয়ে কোচিং সেন্টারে পড়াশুনা করেছে, কলেজের ভর্তি ফরম কিনেছে এবং প্রস্তুতি নিয়েছে। পরীক্ষার এত অল্প আগে এ ঘোষণায় সকল পক্ষই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বিগত সরকারের আমলে এ ধরনের ঘটনা এত বেশি ঘটেছে যে, শিক্ষার্থীরা সরকারের ওপর এখন খুব বেশি নির্ভর করতে পারছে না। বিগত সরকারের আমলে যিনি শিক্ষা সচিব ছিলেন তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা সর্বত্র প্রকটভাবে সমালোচিত হয়েছে। শিক্ষা সংক্রান্ত সব কমিটিরই প্রধান হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ফলে, ছাত্রদের শত লেখালেখি, আবেদন-অনুরোধ তার কাছে উপেক্ষিত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সম্বন্ধেও তিনি একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত নেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ না করেই তিনি ঘোষণা দেন, ভর্তি পরীক্ষা হবে না। কিন্তু তাঁর একক সিদ্ধান্ত সেদিন প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছিল, যেহেতু চার বোর্ডের প্রশ্নপত্র ভিন্ন, সেহেতু নম্বরের ভিত্তিতে বুয়েট, মেডিক্যালে ভর্তি করা হলে অনেক বৈষম্যের সৃষ্টি হবে।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ শিক্ষা সচিব এরপর নতুন কৌশল গ্রহণ করেন। তিনি ৫ বোর্ডের অভিন্ন প্রশ্ন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, যাতে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তি পরীক্ষা না নেয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য, এ অভিন্ন প্রশ্ন পদ্ধতি সম্পর্কিত ঘোষণা চূড়ান্তভাবে ছাত্রদের কাছে প্রকাশ করা হয় চূড়ান্ত পরীক্ষার মাত্র ৭/৮ মাস আগে। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জেদ বজায় রাখেন এবং পরীক্ষা যথারীতি সম্পন্ন হয়।

বর্তমানে প্রায় সব কলেজেই ছাত্রদের ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পরীক্ষা শেষে প্রায় সবাই এক বা একাধিক কোচিং সেন্টারে ভর্তি হচ্ছে। কোচিং সেন্টারওলাদের অনড় বক্তব্য পরীক্ষা হবেই। কিন্তু ঘটনা এটা নয়। প্রকৃত ঘটনা হলো নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি পদ্ধতি চালুর জন্য অভিন্ন প্রশ্ন পদ্ধতি করা হয়েছিল এবং যেহেতু এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা হতে পেরেছে সেহেতু নম্বরভিত্তিক ভর্তি পদ্ধতির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ নীতিগতভাবে বাধ্য। গত ৩০ জুলাই ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের প্রধান বিটিভিকে এক সাক্ষাতকারে বলেন, "অভিন্ন প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে এ কারণে, যাতে ভবিষ্যতে বুয়েট, মেডিক্যাল বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তি পরীক্ষা না নেয়া-হয়।" তার এ বক্তব্য থেকে অনুমিত হয় যে, সরকার হয়ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোন ফয়সালায় পৌঁছেছে। কিন্তু সে ফয়সালাটি কী সে সম্বন্ধে ছাত্ররা কিছুই জানে না। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী এ ব্যাপারে দোদুল্যমানতায় ভুগছে। ভর্তি পরীক্ষা কি আসলেই হবে, নাকি সবটাই কোচিং সেন্টারওলাদের গলাবাজি এ সম্বন্ধে ছাত্ররা অনিশ্চয়তার মুখোমুখি। হয়ত শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, হাজার হাজার টাকা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা কোচিং করল, আর পরীক্ষার ক'দিন আগে ঘোষণা দেয়া হলো ভর্তি পরীক্ষা হবে না। এ ধরনের ঘোষণা যে শুধু অর্থ ও শ্রমের অপচয়, তা-ই নয়, বরং কারও কারও জীবনকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সরকার ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে সিদ্ধান্ত হলো, সে সিদ্ধান্ত পাল্টানোর দাবি ছাত্ররা করে না, সে দাবির অধিকার মনে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। ছাত্রদের একমাত্র দাবি হলো তাদেরকে জানতে দেয়া হোক তাদেরকে নিয়ে কর্তৃপক্ষ কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। যদি ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়, তবে তার ঘোষণা দেয়া হোক ছাত্র-ছাত্রীরা তার প্রস্তুতি নিতে পারবে, আর যদি ভর্তি পরীক্ষা না নেয়া হয়, তবে তাও বলা হোক, যাতে বোর্ড পরীক্ষায় কম নম্বর প্রাপ্তরা অন্য ব্যবস্থা করতে পারে।

বর্তমান সরকারের প্রতি অনুরোধ, ভর্তি পরীক্ষা সম্বন্ধে সমস্ত বিভ্রান্তি দূর করুন। যে সিদ্ধান্ত পরীক্ষায় কয়েকদিন আগে নেয়া যায়, সে সিদ্ধান্ত এখনই নিতে অসুবিধা কোথায়?